দৈনিক খবর

তারিখ 02 JUL 1992

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬ কোটি ৪৪ লাখ টাকার ঘাটতি বাজেট ঘোষণা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরের জন্য ৪৬ কোটি ৪৪ লাখ দু'হাজার ন'শ ২০ টাকা বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে। মোট আয়ের শতকরা ৮৬ দশমিক ৮৪ ভাগ সরকারী ও শতকরা ১৩ দশমিক ১৬ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে সংগৃহীত। এ বছরের বাজেটে ৬ কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার চারশ' ৯২ টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩৯ দশমিক ৯৩ কোটি টাকা মোট ব্যয় দেখানো হয়েছে।

২ এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নতুন বাজেটে (৯২-৯৩) শিক্ষকদের বেতন বাবদ সর্বোচ্চ ১৩ কোটি, ৭৩ লাখ ২৮ হাজার তিনশ' ৮৮ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের শতকরা ২৯ দশমিক ৫৭ ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বাবদ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৩৬ লাখ ৩২ হাজার নয়শ' ৩১ টাকা যা মোট বরাদ্দের শতকরা ২৪ দশমিক ৪৭ ভাগ। অফিসারদের বেতন বাবদ দু'কোটি ৭২ লাখ ৫৭ হাজার পাঁচশ' ৩২ টাকা (শতকরা পাঁচ দশমিক ৮৭ ভাগ)।

এ ছাড়া পেনশন খাতে এক কোটি ৪০ লাখ (শতকরা তিন দশমিক ০২), ছাত্র বৃত্তি খাতে ৪১ লাখ ৩৭ হাজার আটশ' (শতকরা ০·৮৯), গবেষণা খাতে এক কোটি ১০ লাখ ৭৭ হাজার (দুই দশমিক ৩৯ ভাগ), শিক্ষার মান উন্নয়ন খাতে ৫০ লাখ টাকা (শতকরা এক দশমিক ০৮), গ্রন্থাগার খাতে ৯৪ লাখ ৯৬ হাজার (শতকরা ২ দশমিক ০৪), পরীক্ষা ব্যয় ২ কোটি ৫৫ লাখ ৩১ হাজার (শতকরা ৫ দশমিক ৫০), প্র্যাকটিক্যাল টিচিং ৭৫ লাখ ৯৩ হাজার টাকা (শতকরা ১ দশমিক ৬৪), প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং ২৫ লাখ ১৭ হাজার টাকা (দশমিক ৩৩ ভাগ), চিকিৎসা খাতে ২৮ লাখ ৬৫ হাজার টাকা (শতকরা দশমিক ৬২ ভাগ), ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ১ কোটি ৭৫ লাখ ৬৮ হাজার (শতকরা তিন দশমিক ১৩ ভাগ), আসবাবপত্র খাতে ৫০ লাখ ৪৫ হাজার টাকা (শতকরা ১ দশমিক ০৮ ভাগ), স্টেশনারী দ্রব্য ১৭ হাজার (শতকরা দশমিক ৩৬ ভাগ), এবং অন্যান্য খাতে ৮ কোটি ২৮ হাজার ৭৪ লাখ দু'শ ৯৬ টাকা (শতকরা ১৭ দশমিক ৮৪ ভাগ) বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৯১-৯২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ধরা হয়েছে ৩৯ কোটি ৯৩ লাখ ৮০ হাজার আটশ' পাঁচ টাকা। ৬ কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার চারশ' ৯২ টাকা ঘাটতি পূরনের জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শহীদউদ্দিন আহমেদ বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, আমরা আয় বৃদ্ধির বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাধীন নই। আমাদের প্রতি বরাদ্দ বৃদ্ধির পদক্ষেপ মঞ্জুরী কমিশন থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য হয়ে থাকে। তিনি বলেন, এটা লক্ষণীয় যে, ১৯৯১-৯২ সালের মূল বরাদ্দের অংক ছিল প্রায় ৩৬ দশমিক ৭৭ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটে এখন দাঁড়িয়েছে ৩৯ দশমিক ৯৪ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে আগামী অর্থবছরের জন্য প্রয়োজনীয় বর্ধিত মঞ্জুরি না পাওয়ার ফলে যথাসম্ভব ব্যয় সংক্ষেপ করার পরও প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ৪৬ দশমিক ৪৪ কোটি টাকা। তিনি বলেন, আমাদের ঘাটতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বছরে আমাদের ঘাটতির পরিমাণ ১ দশমিক ৪১ কোটি টাকা এবং আগামী বছরে ন্যূনতম বরাদ্দের পরও ঘাটতি রয়েছে প্রায় পাঁচ দশমিক ৫৬ কোটি টাকা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্যও সুপারিশ করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শহীদউদ্দিন আহমেদের বাজেট বক্তৃতার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বদরুন্নেছা কলেজের ইতিহাস বিভাগের মিসেস আনিস ফাতেমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, স্কুলসমূহেও যেখানে প্রতি ছাত্রের মাসে ১২০ থেকে ১৫০ টাকা বেতন দিতে হয় সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ১০ টাকা মাসিক বেতন দিয়ে অধ্যয়ন করছে। এ ব্যাপারে তিনি সিনেট চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।